আ'লা হযরতের
শায়েরী ও
ইশ্‌কে রাসূল

08-October-2020

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(For Islamic Brothers)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَانُوْرَ اللّٰه
نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন। কেননা, যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, নফল ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে এবং সাধারনভাবে মসজিদে খাওয়া-দাওয়াও জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যতও শুধুমাত্র খাওয়া দাওয়া বা ঘুমানোর জন্য যেনো না হয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টি জন্যই হয়। **ফতোওয়ায়ে শামী**তে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে চায় তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ **আল্লাহ পাকের** যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে পারেন)।

দরূদ শরীফের ফযীলত

উম্মুল মুমিনিন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا থেকে বর্ণিত, **আল্লাহ পাকের শেষ নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: مَنۡ صَلّٰی عَلَیَّ یَوۡمَ الۡجُمُعَۃِ کَانَتۡ شَفَاعَۃٌ لَّہٗ عِنۡدِیۡ یَوۡمَ الۡقِیَامَۃ। অর্থাৎ যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তবে কিয়ামতের দিন তার শাফায়াত আমার দয়াময় দায়িত্বে হবে। **(কানযুল উম্মাল, কিতাবুল আযকার, ১ম অধ্যায়, ১/২৫৫, হাদীস ২২৩৬)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি ও সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রথমে কিছু ভালো ভালো নিয়্যত করে নিই। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهٖ" মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম।

(মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস নং ৫৯৪২)

গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট: নেক ও জায়িয কাজে যত ভালো নিয়্যত হবে, সাওয়াবও তত বেশি পাওয়া যাবে।

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

✯ দৃষ্টিকে নত রেখে মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। ✯ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে **ইলমে দ্বীনের** সম্মাণার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। ✯ تُوْبُوْا اِلَى الله! ,اُذْكُرُ الله! ,صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীর মনতুষ্টির জন্য উচ্চস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ✯ ইজতিমার পর নিজেই আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং এক একজনকে ব্যক্তিগতভাবে বুঝাবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সফরুল মুযাফফরের মুবারক মাস তার বরকত ছড়িয়ে যাচ্ছে, এই মাসের পঁচিশতম (২৫) তারিখে ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ওরশ শরীফ। আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামীর** মাদানী পরিবেশে এই বরকতময় সময়ে রীতিমতো ইজতিমা আকারে রযা দিবস উদযাপন করা হয়, যাতে কোরআনখানী, নাতখানী, এবং আলা হযরতের জীবনি সম্পর্কে বয়ান ইত্যাদির সিডিউল হয়ে থাকে।

আলা হযরতের জীবনির ঝলক

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ✯ আলা হযরত رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর সৌভাগ্যময় জন্ম ১০ শাওয়ালুল মুকাররম শনিবার হয়েছিলো। ✯ প্রায় ৪ বছর বয়সে কোরআনের নাজারা সম্পন্ন করে নেন এবং এই বয়সেই প্রাঞ্জল আরবী ভাষায় কথা বলেন। ✯ প্রায় ৬ বছর বয়সে প্রথম বয়ান করেন। ✯ ১৩ বছর ৪ মাস ১০ দিন বয়সে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা সমাপ্ত করলেন, শিক্ষা সমাপ্তির স্বীকৃতি স্বরূপ দস্তারবন্দী হলেন (অর্থাৎ পাগড়ী ধারী হলেন), সেই দিনই ফতোয়া লিখন আনুষ্ঠানিক ভাবে শুরু করলেন এবং পাঠদানেরও সূচনা করলেন। ✯ প্রায় ১৯ বছর বয়সে সুন্নাত অনুযায়ী বিবাহ এবং বিবাহিত জীবনের সূচনা করেন। ✯ প্রায় ২৩ বছর বয়সে প্রথমবার এবং প্রায় ৫১ বছর বয়সে দ্বিতীয়বার মক্কা মদীনা শরীফের হাজিরীর সৌভাগ্য অর্জন করেন। ✯ প্রায় ৬৮ বছর বয়সে শেষ অসীয়ত লিখান এবং অবশেষে জ্ঞান ও প্রজ্ঞার এই মহান সূর্য্য ২৫ সফরুল মুযাফফর ১৩৪০ হিজরী, ২৮ অক্টোবর ১৯২১ সালে জুমা মুবারকের দিন ঠিক জুমার আযানের সময় প্রায় ৬৮ বছর বয়সে অস্তমিত হয়ে যায় অর্থাৎ তিনি ইন্তিকাল করেন। **(হায়াতে আলা হযরত, জাহানে রযা, সাওয়ানেহে ইমাম আহমদ রযা, তাজাল্লিয়াতে ইমাম আহমদ রযা, ইমাম আহমদ রযার জীবনি থেকে সংগৃহিত)**

তাঁর উপর **আল্লাহ পাকের** কোটি কোটি রহমত বর্ষিত হোক, তাঁর সদকায় **আল্লাহ পাক** আমাদের বিনা হিসেবে ক্ষমা করুক।

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এতে কোন সন্দেহ নেই যে, আলা হযরত رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ তাঁর যুগের অনেক বড় **আশিকে রাসূল** ছিলেন। যার সারা জীবন **ইশ্‌কে রাসূলে** অতিবাহিত হয়েছে। তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ কথা বলার সময়

বাক্যমালা দ্বারা **ইশ্‌কে রাসূলের** সূধা পান করাতেন। কলম নিলে তখন লিখনির মাধ্যমে **ইশ্‌কে রাসূলকে** জাগ্রত করতে দেখা যায়। যেনো তাঁর জীবনের এক একটি মুহূর্ত **ইশ্‌কে রাসূলের** সূধা পান করা ও করানোতেই অতিবাহিত হয়েছে। তাঁর শায়েরী (কাব্য রচনা) তাঁর **ইশ্‌কে রাসূলের** সঠিক পরিচয় প্রদান করে।

এমনিতে তো আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর অসংখ্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন, কিন্তু বিশেষ বিষয় হলো যে, তাঁর অসংখ্য কাব্যের পংক্তি কোরআনে পাকের তাফসীরি অর্থ এবং হাদীসের প্রতি ইঙ্গিত করে, যেনো কোরআন ও হাদীসে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যে শান বর্ণিত হয়েছে, তা আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর কয়েকটি কাব্য পংক্তি থেকে জানা যায়। যেমনটি এক জায়গায় বলেন:

মুমিন হোঁ মুমিনোঁ পে রউফুর রহীম হো,
সায়িল হোঁ সায়িলোঁ কো খুশি লা নাহার কি হে।

(হাদায়িকে বখশীশ, ২১২ পৃষ্ঠা)

এতে কোরআনে পাকের এই আয়াতে করীমার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে:

وَاَمَّا السَّآىِٕلَ فَلَا تَنْهَرْ ﴿۱۰﴾

(পারা ৩০, সূরা আদ দোহা, আয়াত ১০)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর ভিক্ষুককে ধমকাবেন না।

সায়্যিদী আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আরেক জায়গায় বলেন:

মুজরিম বুলায়ে আয়ে হে জা'উকা কে গাওয়াহ,
ফির রদ হো কব ইয়ে শান করীমো কে দর কি হে।

(হাদায়িখে বখশীশ, ২০৫ পৃষ্ঠা)

এই পংক্তিতে কোরআনে পাকের এই আয়াতে মুবারাকার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে:

وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَّلَمُوْۤا اَنْفُسَهُمْ جَآءُوْكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّٰهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُوْلُ لَوَجَدُوا اللّٰهَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا ﴿۶۴﴾

(পারা ৫, সূরা আন নিসা, আয়াত ৬৪)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ আর যদি কখনো তারা নিজেদের আত্মার প্রতি যুলুম করে তখন, হে মাহবুব! (তারা) আপনার দরবারে উপস্থিত হয় এবং অতঃপর **আল্লাহ**র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে আর রাসূল তাদের পক্ষে সুপারিশ করেন, তবে অবশ্যই **আল্লাহ**কে অত্যন্ত তাওবা কবূলকারী, দয়ালু পাবে ।

অনুরূপভাবে সায়্যিদী আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আরেক জায়গায় বলেন:

রব হে মু'তী, ইয়ে হে কাসিম রিযক উস কা হে, খিলাতে ইয়ে হে

(আল ইস্তিমদাদ, ৬ পৃষ্ঠা)

এতে ঐ হাদীসে পাকের দিকে ইশারা রয়েছে, যাতে **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اِنَّمَا اَنَا قَاسِمٌ وَاللهُ الْمُعْطِی অর্থাৎ নিশ্চয় আমি বন্টনকারী আর **আল্লাহ পাক** প্রদান করেন।

(বুখারী, কিতাবুল এ'তেছাম, ৪/৫১১, হাদীস ৭৩১১)

এটা থেকে জানা গেলো! আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর কালাম কোরআন ও হাদীসের প্রতিবিম্ব এবং এতেও সন্দেহ নেই যে, আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর লিখিত প্রতিটি নাত কাব্যিক প্রজ্ঞায়ও উৎকর্ষতার মর্যাদায় উপনিত এবং **ইশ্‌কে রাসূলে**র নতুন নতুন মাত্রা সম্পর্কে অবহিত করে। যেমনিভাবে আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর শরীরের প্রতিটি লোমকুপ **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ভালবাসায় ভরপুর ছিলো, তেমনিভাবে তাঁর শায়েরীর প্রতিটি শব্দও **ইশ্‌কে রাসূলে** পরিপূর্ণ দেখা যায়। তাঁর **ইশ্‌কে রাসূল** এমন উৎকর্ষময় ছিলো যে, আজ শত বছর অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পরও আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর লিখিত পংক্তি যেখানে পাঠ করা

হয়, শ্রবনকারীদের মধ্যে **ইশ্‌কে রাসূলের** ব্যাকুলতা আরো বৃদ্ধি পায়। তাদের অন্তর আন্দোলিত হয়ে উঠে এবং নিজের অজান্তে মুখ থেকে سُبْحٰنَ الله, سُبْحٰنَ الله বের হয়ে যায়। আজকের বয়ানের বিষয়ও **"আলা হযরতের শায়েরী (অর্থাৎ কাব্য রচনা) ও ইশ্‌কে রাসূল"**। **আল্লাহ**! যেনো আমাদেরকে সম্পূর্ণ বয়ান মনোযোগ সহকারে শুনার সৌভাগ্য দান করেন। আসুন! প্রথমে একটি ঘটনা শুনি।

সম্পদশালীদের তোষামোদ কেন করব?

একদা "নানপারা" (জিলা বেহরাইচ, ইউপি, হিন্দ) প্রশাসনের নবাবের প্রশংসা ও গুণকীত্তনে তৎকালীন কবি সাহিত্যিকগণ অনেক কবিতা রচনা করে। কিছু লোক এসে আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কেও নবাবের প্রশংসায় কোন কবিতা লিখার জন্য আবেদন জানায় যে, হযরত! আপনিও নবাব সাহেবের প্রশংসায় কোন কবিতা লিখে দিন। আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাদের এ আবেদনের উত্তরে একটি না'ত শরীফ লিখেন, যার প্রথম চরণ হলো:

ওহ কামালে হুস্নে হুযুর হে, কে গুমানে নকচে জাহা নেহী,
এহী ফুল খার সে দূর হে, ইয়েহী শামআ হে কে ধোঁয়া নেহী।

(হাদায়িকে বখশীশ, ১০৭ পৃষ্ঠা)

অর্থাৎ **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সৌন্দর্য ও উৎকর্ষতা এমন যে, এতে কোন ধরনের অপূর্ণতা থাকা তো দূরের কথা, কোন অপূর্ণতার কল্পনাও করা যায় না।

দ্বিতীয় লাইনের উদ্দেশ্য হলো, সাধারনত ফুলের সাথে কাঁটাও থাকে, কিন্তু **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم রিসালাতের বাগানের এমন ফুল, যাতে কোন কাঁটা নেই এবং **তিনি** প্রদীপ, যাতে কোন ধোঁয়া নেই।

এই কালামের শেষ চরণে "নানপারা" প্রশাসনের নবাবের প্রশংসায় কবিতা না লিখার মহিমান্বিত এবং ইশ্‌ক ও ভালবাসায় নিমজ্জিত কারণ এভাবে বর্ণনা করেন যে,

করোঁ মদহে আহলে দুওয়াল রযা পড়ে ইস বালা মে মেরী বালা,
মে গদা হোঁ আপনে করীম কা মেরা দ্বীন পারায়ে নাঁ নেহী।

(হাদায়িকে বখশীশ, ১০৯ পৃষ্ঠা)

অর্থাৎ হে রযা! আমি কি সম্পদশালী, দুনিয়ার নবাব এবং শাসকদের প্রশংসা ও তোষামোদ করবো? এটা কখনোই হতে পারে না। সম্পদশালীদের তোষামোদ করা একটি বালা (বিপদ) আর এই বালায় আমার দ্বারা তো হতেই পারে না, আর পরবর্তী চরণে বলেন: আমিতো **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারের ভিখারী। আমার ধর্ম "রুটির টুকরো" নয় যে, যেদিকে "সম্পদ" দেখবো যেসদিকে ঝাঁপিয়ে পড়বো। (মলফুযাতে আলা হযরত, ৩০ পৃষ্ঠা) **আল্লাহ পাক** আমাদেরও আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ন্যায় আর্তসম্মান নসীব করুন। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

তোষামোদ করা থেকে বিরত থাকুন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্ণনাকৃত ঘটনা থেকে জানা গেলো! **আল্লাহ** ওয়ালারা দুনিয়ার তোষামোদ ও চাটুকারীতা করেন না, কেননা সম্পদশালীদের তোষামোদ তো তারাই করে, যারা দুনিয়ার নিকৃষ্ট সম্পদ লাভের লালসা করে, আর **আল্লাহ** ওয়ালারা তো অল্পেতুষ্টিতার অমূল্য সম্পদে সম্পদশালী হয়ে থাকে, **আল্লাহ** ওয়ালাদের দৃষ্টি সম্পদশালীদের সম্পদের প্রতি নয় বরং **আল্লাহ** ওয়ালাদের **আল্লাহ পাকের** রহমতের প্রতি

ভরসা হয়ে থাকে, **আল্লাহ** ওয়ালাদের অন্তর **আল্লাহ পাকের** ভালবাসা এবং **রাসূলের** ভালবাসায় আবাদ হয়ে থাকে।

মনে রাখবেন! সম্পদশালীদের চাটুকারীতা করা, তাদের তোষামোদ করা শরয়াতের দৃষ্টিতে কঠোরভাবে নিষেধ এবং দ্বীনের জন্য ক্ষতিকর। আসুন! তোশামদের নিন্দায় দু'টি হাদীস শ্রবণ করি।

(১) ইরশাদ হচ্ছে: যখন কেউ কোরআন পাঠ করলো এবং আমলদার আলিম হলো অতঃপর বাদশাহের দরজায় তার চাটুকারীতা করলো এবং তার সম্পদের লালসায় এলো, তবে সেই বাদশাহের গুনাহের সমান দোযখের আগুনে প্রবেশ করলো। **(মুসনাদুল ফেরদাউস, ১/২৮৯, হাদীস ১১৩৪)**

(২) ইরশাদ হচ্ছে: لَيْسَ مِنْ خُلُقِ الْمُؤْمِنِ التَّمَلُّقُ অর্থাৎ মুসলমান তোষামোদকারী হয় না। **(শুয়াবুল ঈমান, বাবু ফি হিফযুল লিসান, ৪/২২৪, হাদীস ৪৮৬৩)**

হে আশিকানে রাসূল! জানা গেলো! ধনীদের সাথে এরূপ সম্পর্ক রাখা, যাতে দ্বীন এবং আত্মসম্মানের সমজোতা করতে হয়, তা ভাল নয়। তবে নেকীর দাওয়াত দেয়ার জন্য তাদের নিকট অবশ্যই যাওয়া উচিৎ। **আল্লাহ পাক** একনিষ্ঠতার সহিত দ্বীনের খেদমত করার তৌফিক দান করুক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

ইশ্‌ক ও ভালবাসা কাকে বলে?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমরা আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর শায়েরী (কাব্য রচনা) এবং তাঁর **ইশ্‌কে রাসূল** সম্পর্কে শুনছিলাম।

হযরত ইমাম মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ভালবাসার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন: স্বভাব কোন সুস্বাদু জিনিসের দিকে ধাবিত হয়ে যাওয়াকে

"ভালবাসা" বলে। যখন এই আকর্ষণ খুবই শক্তিশালী হয়ে যায় তখন একে **"ইশ্‌ক"** বলে। (ইহইয়াউল উলুম, ৬/৫)

ইশ্‌কে রাসূল কি?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ইমাম গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর বর্ণনার সারমর্ম হলো: কোন পছন্দনীয় জিনিসের সাথে সম্পর্ক জুড়ে যাওয়াকে ভালবাসা বলে এবং যখন সেই সম্পর্ক প্রবল হয়ে যায় তখন একে ইশ্‌ক বলে।

ইশ্‌কে রাসূলের চাহিদা

মুসলমান যদিও বেআমল হোকনা কেন, কিন্তু তার মাঝে **আল্লাহ পাক** ও **রাসূলে করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি ভালবাসা অবশ্যই থাকে এবং থাকাও উচিৎ। আসুন! শুনি যে, ইশ্‌ক ও ভালবাসার চাহিদা এবং এর নিদর্শন কি?

ওলামায়ে কিরামগণ رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام বলেন: **আল্লাহ পাক** এবং **তাঁর রাসূল** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ভালবাসা ও ইশ্‌কের চাহিদা ও নিদর্শন এটাই যে, **তাঁদের** আনুগত্য মূলক কাজ করা।

হযরত সাহাল বিন আব্দুল্লাহ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: **আল্লাহ পাকের** প্রতি ভালবাসার নিদর্শন হলো কোরআনকে ভালবাসা, কোরআনে প্রতি ভালবাসার নিদর্শন হলো **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে ভালবাসা, **রাসূলে করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে ভালবাসার নিদর্শন হলো **তাঁর** সুন্নাতকে ভালবাসা, এসব কিছুকে ভালবাসার নিদর্শন হলো, আখিরাতকে ভালবাসা এবং আখিরাতকে ভালবাসার নিদর্শন হলো প্রয়োজন ছাড়া দুনিয়ার প্রতি শত্রুতা পোষন করা। (তাফসীরে কুরতুবী, পারা ৩, আলে ইমরান, ২য় আয়াতের পাদটিকা, ৩১/৪৭)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ইশ্‌কে রাসূলের আরো কিছু চাহিদা রয়েছে। যেমন; ✯ **ইশ্‌কে রাসূলের** একটি চাহিদা হলো, **আল্লাহ পাক** এবং **তাঁর রাসূল** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে ভালবাসা। ✯ **তাঁর** মুবারক যিকির অধিকহারে করা। ✯ **তাঁর** বাণীকে শুনে গ্রহণ করা এবং প্রসার করা। ✯ **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শহর, সন্তান, সাহাবা ও আহলে বাইত رَضِیَ اللهُ عَنْهُمْ বরং **তাঁর** প্রতিটি কর্মকে ভালবাসা। ✯ কোরআনে করীমের তিলাওয়াত করা, একে বুঝা এবং এর উপর আমল করা। ✯ নিজের জীবনকে সুন্নাতের উপর আমল করে অতিবাহিত করা। ✯ **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চরিত্র এবং আচরণকে গ্রহণ করা। ✯ মিথ্যা বলা থেকে বিরত থাকা। ✯ গীবত এবং চুগলী করা থেকে বিরত থাকা। ✯ এমন প্রতিটি কাজ থেকে বিরত থাকা, যা থেকে **আল্লাহ পাক** ও **তাঁর হাবীব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিষেধ করেছেন। আহ! আমাদেরও সত্যিকার ভালবাসায় জীবনধারন করার যেনো নসীব হয়ে যায়। আমিন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সালামে রযার গুঞ্জন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এতে কোন সন্দেহ নেই যে, যখন কারো প্রতি ভালবাসা ও ইশ্‌ক হয়ে যায় তবে প্রেমিক তার মনের ভাবের প্রকাশ এবং মাহবুবের প্রশংসা ও গুণাবলী বর্ণনা করার জন্য অনেক সময় কাব্যের সহায়তা নেয়, কেননা মনের ভাব কাব্যের মাধ্যমে খুবই সুন্দরভাবে বর্ণনা করা যায়। আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ও ইশকে মুস্তফা প্রকাশের জন্য নাতের পংক্তির সহায়তাও অবলম্বন করেছেন। আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর নাতে কালাম **"হাদায়িকে বখশীশ"** নামে **ইশ্‌কে রাসূলে** ভরপুর নাতের শায়েরীর

একটি মহৎ সমষ্টি। আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর কলম দ্বারা লিখিত এক একটি পংক্তি শরীয়াতের অনুযায়ীই লিখিত।

মহাবিশ্বের দৃশ্যাবলী ও হাদায়িকে বখশীশ

যদি আমরা ভাবি তবে বুঝে আসবে যে, এই জগত সুন্দর দৃশ্যাবলী দ্বারা পরিপূর্ণ। এই দৃশ্য ও সৌন্দর্যকে সকলেই নিজের দৃষ্টিকোণ দ্বারাই দেখে। বিজ্ঞানীরা (Scientist) একে নিজের বৈজ্ঞানিক আলোকে দেখে। ভূগোলবিদরা (Geographer) একে নিজের জ্ঞানের আলোকে দেখে। রসায়নবিদরা (Chemist) একে রসায়নের দৃষ্টিতে দেখে, আর আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ যেহেতু পাক্কা **আশিকে রাসূল** ছিলেন, তাই তিনি এই সকল দৃশ্যাবলীকে **ইশ্‌কে রাসূলে**র দৃষ্টিতেই দেখতেন এবং মনের মাঝে আগত খেয়ালকেও নাতের চরণের আলোকে বর্ণনাও করে দিতেন। তিনি নাতের কালাম হাদায়িকে বখশীশে অসংখ্য কুদরতের দৃশ্যাবলীকে **ইশ্‌কে রাসূলে**র ডুবে এই এরূপ ইশকি রঙে বুঝানো হয়েছে। এই দৃশ্যাবলীর মধ্যে একটি হলো সূর্য। যা সমস্ত জগতকে তার নূর দ্বারা আলোকিত করছে এবং হাজারো বছর ধরে দুনিয়াকে আলেকিত করে যাচ্ছে, কিন্তু তার নূর কম হচ্ছে না, বরং প্রতিদিন এসে নূরের খয়রাত বন্টন করে যাচ্ছে। যার উদয় ও অস্তমিত হওয়াতে দুনিয়ার ব্যবস্থাপনা চলছে আর তারই জগতের দৃশ্যাবলীর কেন্দ্রীয় মর্যাদা অর্জিত।

আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ইশকের কিতাবে সূর্যের বাস্তবতা কি, যখন **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাদান্যতার কথা হচ্ছিলো তখন বলেন:

জিস কো কুরসে মেহের সমঝা হে জাহাঁ এ্যয় মুনইমু!
উন কে খোয়ানে খুদ সে হে এক নানে সুখতা

(হাদায়িকে বখশীশ, ১৩৬ পৃষ্ঠা)

অর্থাৎ হে মুকুটধারী নেতারা! হে বাদশাহরা! সমস্ত জগত যাকে সূর্যের অংশ বলা হয়, লোকেরা যাকে সূর্য বলে ডাকে, যাকে সূর্যের নাম দেয়া হয়। এই সূর্যই **আল্লাহ পাকের শেষ নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দস্তরখানার পুড়ে যাওয়া রুটি, একটু ভাবুন! যেই **দয়ালূ আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পুড়ে যাওয়া রুটি দ্বারা সমগ্র জগতের ব্যবস্থাপনা চলছে, তো তাঁর দস্তরখানার সেই রুটিগুলো যা পুড়ে যায়নি, সেগুলোর অবস্থা কি হবে। যেই **মাহবুব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পুড়ে যাওয়া রুটি অর্থাৎ সূর্যের দিকে তাকানোতে চোখ ঝলসে যায়, স্বয়ং **তাঁর** চেহারা মুবারকের নূরানীয়্যতের অবস্থা কি হবে? কোন শায়ের কত সুন্দরই বলেছেন:

কদমো মে জবীঁ কো রেহনে দো চেহরে কা তাসাউর মুশকিল হে
জব চাঁদ সে বড় কর এড়ি হে তু রুখসার কা আলিম কিয়া হোগা

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

চাঁদ ও রযার কল্পনা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমরা আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর শায়েরী এবং **ইশ্‌কে রাসূলের** ব্যাপারে শুনছিলাম। চাঁদের আলোচনা কাব্য ও শায়েরীতে বিভিন্ন স্থানে পাওয়া যায়। মাহবুবের সৌন্দর্যকে, মাহবুবের মাধুর্যতাকে, মাহবুবের কমনীয়তা এবং মাহবুবের শরীরের রঙকে চাঁদের সাথে তুলনা দেয়া উর্দূ শায়েরীতে অনেক বেশি পাওয়া যায়। কিন্তু যেমনিভাবে আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ চাঁদকে মাহবুবের নাতের জন্য ব্যবহার করেছেন, তা নিজেই নিজের উদাহরন। আসুন! এর কয়েকটি উদাহরণ শুনুন:

(১) সাধারনত শায়েরগণ চাঁদের সৌন্দর্যের তো কথা বলেন কিন্তু তার কালো ছাপগুলোকে উপেক্ষা করে থাকেন, আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ইশকের আলোকে বলেন: চাঁদের উপর কালো দাগ কেন? তিনি বলেন:

বরকে আঙ্গুশতে নবী চমকী থি উস পর একবার,
আজ তক হে সীনায়ে মুহ মে নিশানে সুখতা।

(হাদায়িকে বখশীশ, ১৩৬ পৃষ্ঠা)

অর্থাৎ **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুবারক হাতের নূরানী আঙ্গুল একবার চমকে চাঁদের উপর পড়লো কিন্তু আজ পর্যন্ত চাঁদের বুকে পুড়ে যাওয়ার চিহ্ন বিদ্যমান।

(২) অতঃপর আরেকটি পংক্তিতে চাঁদকে এই দাগ মিটানোর পদ্ধতিও বলে দিতে দেখা যায়। যেমনটি কসীদায়ে মেরাজে বলেন:

সিতম কিয়া কেয়সে মাত কাটি থি কমর! ওহ খাক উন কে রাহ গুযার কি,
উঠা না লায়া কেহ মালতে মালতে ইয়ে দাগ সব দেখতা মিঠে থে।

(হাদায়িকে বখশীশ, ২৩২ পৃষ্ঠা)

অর্থাৎ হে চাঁদ! তোমার জ্ঞানে কি লোপ পেয়েছিলো যে, এতবড় অন্যায় করে ফেলেছো, যখন মেরাজের রাতে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আসমানের পরিভ্রমনের জন্য তাশরীফ নিয়ে গেলেন তখন তাঁর গমন পথের মাটি নিয়ে যেতে এবং নিজের দাগের উপর মালিশ করতে থাকতে। তোমার সেই মাটি মালিশ করাতে তোমার সমস্ত দাগ দূর হয়ে যেতো।

(৩) আরেক জায়গা আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ চাঁদকে **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم শিশুকালের খেলনা বলে অবহিত করেছেন। যাতে এই হাদীসে পাকের দিকে ইশারা রয়েছে যে, হযরত আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْه বলেন: আমি আরয করলাম: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমাকে তো

আপনার নবুয়তের নিদর্শনাবলীই দ্বীন ইসলাম কবুল করার দাওয়াত দিয়েছে। আমি দেখলাম: আপনি দোলনায় চাঁদের সাথে কথা বলতেন এবং নিজের আঙ্গুল দ্বারা যেদিকে ইশারা করতেন, চাঁদ সেদিকেই ঝুঁকে যেতো। (জমউল জাওয়ামে, ৩/২১২, হাদীস ৮৩৬১) তাই আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন:

চাঁদ ঝুঁক জাতা জিধার উঙ্গলি উঠাতে মাহাদ মে,
কিয়া হি চলতা থা ইশারোঁ পর খেলোনা নূর কা।

(হাদায়িকে বখশীশ, ২৪৯ পৃষ্ঠা)

(৪) অপর জায়গায় বলেন:

মাহে মদীনা আপনি তাজাল্লী আতা করে!
ইয়ে ঢলতি চাঁদনী তো পেহের দো পেহের কি হে।

(হাদায়িকে বখশীশ, ২০২ পৃষ্ঠা)

অর্থাৎ একটি হলো আকাশের চাঁদ আর একটি মদীনার চাঁদ। আকাশের চাঁদও আলো বিকিরণ করে, মদীনার চাঁদও নূরের খয়রাত বন্টন করে। আকাশের চাঁদ যে আলো দেয় তা এক দুই প্রহরের জন্য হয়ে থাকে, আর মদীনার চাঁদ যদি নূরের ঝলকও দান করে দেন তবে দুনিয়া ও আখিরাত উভয়টিই আলোকিত হয়ে যায়। তাই অপর এক জায়গায় নূরের খয়রাত নেয়ার জন্য আরয করেন:

চমক তুঝ সে পা'তে হে সব পানে ওয়ালে,
মেরা দিল ভি চমকা দেয় চমকানে ওয়ালে।

(হাদায়িকে বখশীশ, ১৫৮ পৃষ্ঠা)

চৌদ্দ তারিখের চাঁদ ও তায়্যিবার চাঁদ

(৫) অপর এক জায়গায় বলেন: চাঁদ সূর্য তো **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আলোকিত চেহারার সামনে কিছুই নয়। যেমনটি তিনি বলেন:

খুরশিদ থা কিস যোর পর কিয়া বড়কে চমকা থা কমর,
বে পরদা জব ওহ রুখ হুয়া ইয়ে ভি নেহী ওহ ভি নেহী।

(হাদায়িকে বখশীশ, ১১০ পৃষ্ঠা)

অর্থাৎ একেবারে দুপুরের সময় সূর্য তার পূর্ণতায় থাকে, অতঃপর রাত হয়ে যায় এবং চাঁদ তার পূর্ণতায় এসে যায়, এমতাবস্থায় যদি **নবীয়ে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুবারক চেহারা পর্দার বাইরে এসে যায় তবে সূর্যও লজ্জিত হয়ে যাবে। চাঁদও চোখ আর মুখ লুকাবে, কেননা যেমন আমার সর্দার তেমন নয় তো কেউ। এটা ঐ হাদীসে পাকের দিকে ইশারা করে যে, হযরত জাবির বিন সামুরাহ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: আমি **আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে একবার চাঁদনী রাতে দেখেছি, আমি একবার চাঁদের দিকে তাকাই আর একবার **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নূরানী চেহারার দিকে তাকাই, তখন আমি **তাঁর** চেহারা মুবারক চাঁদের চাইতে বেশি সুন্দর দেখেছি। **(তিরমিযী, কিতাবুল আদব, ৪/৩৭০, হাদীস ২৮২০)**

হাকীমল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই হাদীসে পাকের ব্যাখ্যায় লিখেন। ✯ সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এর দৃষ্টি ছিলো বাস্তবতা প্রত্যক্ষকারী। ✯ অনেক কারণে **নবীয়ে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চেহারা চাঁদ থেকেও বেশি সুন্দর। ✯ চাঁদ শুধু রাতে চমকায় আর **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চেহারা দিনরাত সর্বদা চমকায়। ✯ চাঁদ শুধু তিনটি রাত পূর্ণতার সহিত চমকায়, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চেহারা প্রতিদিন ও প্রতিরাতে চমকায়। ✯ চাঁদ দেহের উপর চমকায় আর **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চেহারা শরীরের পাশাপাশি অন্তরেও চমকায়। ✯ চাঁদ শুধু শরীরকে আলো প্রদান করে আর **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চেহারা ঈমানের নূর প্রদান করে। ✯ চাঁদ কমে আর **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চেহারা কমে যাওয়া

থেকে নিরাপদ। ✯ চাঁদের গ্রহণ লাগে আর **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চেহারায় কখনো গ্রহণ লাগে না। ✯ চাঁদের মাধ্যমে জগতের ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠিত আর **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মাধ্যমে ঈমানের ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠিত। **(মিরাতুল মানাজিহ, ৮/৬০)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমরা আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর শায়েরী (কাব্য রচনা) এবং **ইশ্‌কে রাসূল** সম্পর্কে শুনছিলাম। **ইশ্‌কে রাসূল** সম্বলিত শায়েরী শুনার একটি উপকারীতা এটাও যে, এতে অন্তরে **আল্লাহ** ও **রাসূলে**র প্রতি ভালবাসা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু এর জন্য এটা আবশ্যক যে, কালাম সঠিক হওয়া এবং কালাম লেখক **খোদাভীতি** ও **ইশ্‌কে রাসূল** সম্পন্ন হওয়ার পাশাপাশি দ্বীন ও শরীয়াতের অত্যাবশ্যকীয় মাসআলা সম্পর্কেও অবগত।

আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এই ব্যাপারে নির্দেশনা দিতে গিয়ে তাঁর **"কুফরীয়া কালেমাত কে বারে মে সাওয়াল জাওয়াব"** কিতাবে লিখেন: আলা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ মহান বাণীর সারমর্ম হলো: অজ্ঞ নাত পরিবেশনকারী ও শায়েরের কালাম অনেক সময় কুফরী বাক্যে পরিপূর্ণ হয়ে থাকে, সুতরাং এরূপ পাঠকারীকে নাতের মাহফিলে ডাকাও জায়িয নেই, এরূপ নাতের মাহফিলে কাউকে পাঠানোও হারাম এবং এরূপ কালাম শুনাও গুনাহ। **(কুফরীয়া কালেমাত কে বারে মে সাওয়াল জাওয়াব, ২৩৪ পৃষ্ঠা)**

আর ১৯তম পারা সূরা শুয়ারায় ইরশাদ হচ্ছে:

وَ الشُّعَرَآءُ یَتَّبِعُهُمُ الْغَاوٗنَ ﴿۲۲۴﴾ اَلَمْ تَرَ اَنَّهُمْ فِیْ كُلِّ وَادٍ یَّهِیْمُوْنَ ﴿۲۲۵﴾ وَ اَنَّهُمْ یَقُوْلُوْنَ مَا لَا یَفْعَلُوْنَ ﴿۲۲۶﴾

(পারা ১৯, সূরা শুয়ারা, আয়াত ২২৪-২২৬)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ আর কবিগণের অনুসরণ পথভ্রষ্টরাই করে থাকে। আপনি কি দেখেন নি যে, তারা প্রত্যেকটি উপত্যকায় হতাশার মধ্যে ঘুরে বেড়ায়? আর তারা তা বলে যা করে না।

এই আয়াতে মুবারাকার আলোকে **তাফসীরে সীরাতুল জিনানে** রয়েছে: এথেকে জানা গেলো! কবিদের মিথ্যা এবং বাতিল কবিতা লেখা, অন্যকে শুনানো এবং তা সমাজে প্রচলন করা পথভ্রষ্ট লোকের কাজ। এথেকে ঐ সকল লোকেরা উপদেশ গ্রহণ করা উচিৎ, যারা এরূপ চরণ লিখে যাতে **আল্লাহ** এবং **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অপমান, দ্বীন ইসলাম এবং কোরআনের উপহাস আর **আল্লাহ পাকের** দরবারে নৈকট্যশীল বান্দাদের শানে উদ্ধত্যপূর্ণ বাক্য হয়ে থাকে। অনুরূপভাবে অশ্লিলতা ও নগ্নতার প্রতি উৎসাহ সম্বলিত নারী ও পুরুষের কামনাকে উদ্বেলিতকারী বাক্য দ্বারা শায়েরী করে এবং এর পাশাপাশি ঐসকল লোকেরাও উপদেশ গ্রহণ করুন, যারা তাদের অহেতুক শায়েরী (কবিতা) শুনে, পড়ে এবং অপরকে শুনায়। **(তাফসীরে সীরাতুল জিনান, ৭/১৭১)**

কার কার কালাম পাঠ করা উচিৎ?

আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বলেন: কালামকে শরীয়াতের আলোকে যাচাই করার সক্ষমতা প্রত্যেকের থাকে না, সুতরাং নিরাপত্তা এতেই যে, নির্ভরযোগ্য ওলামায়ে আহলে সুন্নাতের কালামই শুনা। উর্দূ কালাম শুনার জন্য পরামর্শ স্বরূপ ৭জনের নাম উপস্থাপন করছি: (১) ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه। (২) উস্তাদের যামান, হযরত মাওলানা হাসান রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه। (৩) খলিফায়ে আলা

হযরত মাদ্দাহুল হাবীব হযরত মাওলানা জামিলুর রহমান রযবী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ। (৪) শাহজাদায়ে আলা হযরত হুযুর মুফতীয়ে আযম ভারত মাওলানা মুস্তফা রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ। (৫) শাহজাদায়ে আলা হযরত মাওলানা হামিদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ। (৬) খলিফায়ে আলা হযরত আল্লামা মাওলানা সৈয়্যদ নঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ। (৭) হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ইত্যাদি। তিনি আরো বলেন: যদি আলিম নয় এমন শায়েরের কালাম পাঠ করা বা শুনতে চান তবে কোন কাব্যিক জ্ঞানে অভিজ্ঞ সুন্নি আলিম থেকে সেই কালামটি প্রথমে সত্যয়ন করে নিন। এভাবে اِنْ شَآءَ الله ঈমানের নিরাপত্তায় সাহায্য অর্জিত হবে। **(কুফরীয়া কালেমাত কে বারে মে সাওয়াল জাওয়াব, ২৩৭-২৩৮ পৃষ্ঠা)**

اَلْحَمْدُ لِلّٰه মাকতাবাতুল মদীনা এই বুযুর্গদের মধ্যে অধিকাংশের কালাম সুন্দরভাবে ছাপিয়ে দিয়েছে। তা সংগ্রহ করার জন্য নিকটস্ত মাকতাবাতুল মদীনার সাথে যোগাযোগ করুন এবং নূরে মুস্তফার খয়রাত অর্জন করুন, অন্তরে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ভালবাসা বৃদ্ধি করতে এবং নেক্কাজের প্রেরণা পেতে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যেলী হালকার ১২টি মাদানী কাজে স্বতঃস্ফুর্তভাবে অংশগ্রহণকারী হয়ে যান। ১২টি মাদানী কাজের মধ্যে একটি হলো **"কাফেলা"**।

১২টি মাদানী কাজের একটি কাজ হলো "কাফেলা"

اَلْحَمْدُ لِلّٰه **আল্লাহ**র পথে সফরকারী কাফেলায় সফর করার বরকতে জানিনা কতজন লোকের জীবনে পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। ✯ নেক লোকদের সহচর্য অর্জিত হয়। ✯ মসজিদে নফল ইবাদত করার সৌভাগ্য অর্জিত হতে পারে। ✯ বেনামাযীর নামাযের গুরুত্ব অনুধাবন হতে পারে।

☆ অসংখ্য দ্বীনি মাসআলা শিখার সৌভাগ্য অর্জিত হয়। ☆ মসজিদে যিকির আযকার ও বয়ানের ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকে। ☆ মসজিদ আবাদ হয়ে থাকে। ☆ মসজিদকে আবাদ করা তো সৌভাগ্যের বিষয়! হাদীসে পাকে রয়েছে: যখন কোন বান্দা যিকির ও নামাযের জন্য মসজিদকে ঠিকানা বানিয়ে নেয় তবে **আল্লাহ পাক** তার প্রতি খুশি হয়ে থাকে, যেনো লোকেরা তাদের হারিয়ে যাওয়া ব্যক্তির তাদের মাঝে ফিরে আসাতে খুশি হয়। **(ইবনে মাজাহ, ১/৪৩৮, হাদীস ৮০০)**

আসুন! উৎসাহ গ্রহণার্থে কাফেলার একটি ঘটনা শুনি।

কাফেলার বরকতে কর্মসংস্থান হয়ে গেলো

মুর্শিদের দেশের এক ইসলামী ভাই অনেকদিন ধরে কর্মসংস্থানের ব্যাপারে চিন্তিত ছিলো। অনেক জায়গায় ইন্টারভিউও দিলো কিন্তু কোন উত্তর এলো না। এমনি সময় সৌভাগ্যক্রমে তার সাক্ষাত হয় **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সাথে সম্পৃক্ত এক ইসলামী ভাইয়েরা সাথে, তিনি শান্তনা দিয়ে বললেন: প্রিয় ভাই, চিন্তার কোন কারণ নেই! আপনি **দা'ওয়াতে ইসলামী**র কাফেলায় সফর করে সেখানে বেকারত্ব থেকে মুক্তির জন্য দোয়া করুন, اِنْ شَآءَ الله দয়া হবেই। কিছুদিন পর একটি কোম্পানিতে তার ইন্টারভিউ ছিলো, সে সংকল্প করলো যে, ইন্টারভিউ এর পর তিনদিনে কাফেলায় সফর করবে। ইন্টারভিউ এর পর সে কাফেলার মুসাফির হয়ে গেলো। তখনও দুইদিন হয়েছিলো, সে সংবাদ পেলো **"ইন্টারভিউতে সফল হয়েছে"**, অতএব কাফেলা থেকে ফেরার কয়েকদিন পর সে কোম্পানির পক্ষ থেকে চিঠিও পেয়ে গেলো। এভাবে اَلْحَمْدُ لِلّٰه কাফেলার বরকতে তার কর্মসংস্থানও হয়ে গেলো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আলা হযরতের ইশ্‌কে রাসূল

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এতে কোন সন্দেহ নেই যে, আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ শায়েরীতে যে মর্যাদা লাভ করেছেন, তার কোন তুলনা হয় না। নিঃসন্দেহে এটা বলা যায় যে, তাঁর লিখিত কালাম **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারেও কবুলিয়্যত অর্জিত হয়েছিলো। আসুন! এব্যাপারে একটি ঘটনা শুনি।

আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ যখন দ্বিতীয়বার হজ্ব পালন করতে গিয়েছিলেন, তখন মদীনা শরীফে তিনি **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দীদার লাভের আশায় দীর্ঘক্ষণ যাবৎ **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর রওজা মোবারকের সামনে সালাত ও সালাম পাঠ করতে থাকেন। কিন্তু প্রথম রাতে **রাসূল** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দীদার লাভের সৌভাগ্য হলো না। তাই তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সেখানে বসে **রাসূলে আকরাম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শানে প্রশংসামূলক গজল লিখেন; যার প্রথম চরণে তিনি **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দীদার লাভের আকাঙ্খা প্রকাশ করেন। চরণটি নিম্নরূপ:

ওহ সূয়ে লালা যার ফেরতে হে তেরে দিন এ্যয় বাহার ফেরতে হে

(হাদায়িকে বখশীশ, ৯৯ পৃষ্ঠা)

পংক্তিটির ব্যাখ্যা: হে বসন্ত আন্দোলিত হও! কেননা তোমার বসন্তের উপর বসন্ত আগমণকারী। ঐ দেখো! **মদীনার তাজেদার** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বাগানের দিকে তাশরীফ আনছেন!

শেষ চরণে নিজের বিনয় ও নম্রতা এবং অসহায়ত্বের চিত্র এভাবে তুলে ধরেন:

কোয়ী কিউ পুছে তেরী বা'ত রযা তুঝ সে শেয়দা হাজার ফেরতে হে

(হাদায়িকে বখশীশ, ১০০ পৃষ্ঠা)

আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই চরণের ২য় লাইনে বিনয় প্রকাশ করে নিজের জন্য "কুকুর" শব্দ ব্যবহার করেছেন, কিন্তু লেখক সম্মানার্থে শেয়দা লিখেছেন (যার অর্থ হলো আশিক)।

পংক্তিটির ব্যাখ্যা: এই চরণে নবী প্রেমিক আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ চরম বিনয় প্রকাশ করতে গিয়ে নিজেকেই বললেন: হে আহমদ রযা! তুমি কে! আর তোমার বাস্তবতা কি! তোমার মত তো হাজারো মদীনার কুকুর গলী সমূহে পাগলপারা হয়ে ঘুরছে।

এ গজল আরয করে দীদারের অপেক্ষায় আদবের সহিত বসে রইলেন। হঠাৎ তাঁর ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়ে গেলো এবং জাগ্রত অবস্থায় কপালের নিজের চোখে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দীদার লাভের সৌভাগ্য অর্জন করেন। (আহমদ রযার জীবনি, ১৩ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিঃসন্দেহে আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সত্যিকার **আশিকে রাসূল** বরং আশিকে রাসূলের কাফেলার সিপাহ সালার ছিলেন। যিনি সারা জীবন **ইশ্‌কে রাসূলে**র সূধা পান করতে থাকেন। **ইশ্‌কে রাসূল**কে বৃদ্ধি করতে থাকে এবং উম্মতকে **ইশ্‌কে রাসূলে**র শিক্ষা দিতে থাকেন। এটা **ইশ্‌কে রাসূলে**র বরকত ছিলো যে, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজের এই সত্যিকার আশিককে জাগ্রত অবস্থায় আপন যিয়ারতের সূধা পান করান। **আল্লাহ পাকে**র নিকট দোয়া হলো যে, আমাদেরও আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সদকায় সত্যিকার **ইশ্‌কে রাসূল**ও দান করুন এবং আপন **প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত দ্বারাও ধন্য করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্ণনাকৃত ঘটনা থেকে আমরা এই শিক্ষাও পাই যে, আমরাও যেনো সত্যিকার **আশিকে রাসূল** হয়ে যাই, এতে আমাদের দুনিয়াও ভাল হবে এবং আখিরাতও উত্তম হবে। এতে সন্দেহ নেই, যে সত্যিকার **আশিকে রাসূল** হবে, সে ঐসকল কাজ থেকে বিরত থাকবে যা শরীয়াত বিরত থাকার দাবী করে। ✯ রূপক প্রেম থকে বেঁচে থাকবে। ✯ **রাসূলে আকরাম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণী অনুযায়ী জীবন অতিবাহিত করবে। ✯ নামায কাযা করবে না। ✯ কখনেই মিথ্যা ও গীবত করবে না। ✯ ফরয রোযা শরীয়াতের বিনা কারণে ছাড়বে না। ✯ কখনোই পিতামাতার মনে কষ্ট দিবেনা। ✯ কখনোই প্রতিবেশিকে কষ্ট দিবে না। ✯ কখনোই আত্মিয়ের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবে না। ✯ কখনোই অন্যের হক ক্ষুন্ন করবে না। ✯ কখনোই অপরকে অসম্মান করবে না। ✯ কখনোই হারাম সম্পদের দিকে পা বাড়াবে না। ✯ কখনোই মদের কাছেও যাবে না। ✯ খারাপ সহচর্যে থাকবে না। ✯ কখনোই কুদৃষ্টি দিবে না। মোটকথা সে ঐসকল কাজ থেকে বিরত থাকবে, যা শরীয়াত নিষেধ করে। কেননা সত্যিকার আশিকের রাসূলকে তার **ইশ্‌কে রাসূল** ইবাদতে লাগিয়ে রাখবে। নেকীতে লিপ্ত রাখবে। আমলের প্রতি উদ্ভুদ্ধ করবে। আখিরাতের প্রস্তুতি করাবে। জাহির ও বাতিনকে উন্নত করার প্রতি উদ্ভুদ্ধ করবে এবং اِنْ شَآءَ الله কিয়ামতের দিন দোযখ থেকে বাঁচিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দিবে।

আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কতই না সুন্দর বলেছেন;

এ্যয় ইশকে তেরে সদকে জ্বলনে সে ছুটে সুসতী,
জু আগ বুঝা দেয় গি ওহ আগ লাগায়ি হে।

(হাদায়িকে বখশীশ, ১৯৩ পৃষ্ঠা)

পংক্তির ব্যাখ্যা: সাধারণত আগুন দ্বারা আগুন নিভানো যায় না বরং আগুন আগুনকে আরো প্রজ্জলিত করে, কিন্তু আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: দুনিয়ায় এমন একটি আগুনও রয়েছে, যা দোযখের আগুন থেকে বাঁচায় আর সেই আগুন হলো **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ইশকের আগুন। যদি এই আগুন অন্তরে প্রজ্জলিত হয়ে যায় তবে এই আগুন দোযখের আগুন থেকে বাঁচাবে আর এটা খুবই সস্তা চুক্তি।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

ফয়যানে মদীনা মজলিশ (মাদানী মারকায)

হে আশিকানে রাসূল! اَلْحَمْدُ لِلّٰه **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশে আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর শিক্ষার প্রতি আমল করার পাশাপাশি তাঁর পদাঙ্ক অনুসরন করে চলার মানসিকতা প্রদান করা হয়। আপনারাও এই মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান। اَلْحَمْدُ لِلّٰه **আল্লাহ পাকে**র দয়া ও অনুগ্রহে **দা'ওয়াতে ইসলামী** ১০৮টিরও বেশি বিভাগে নেকীর দাওয়াতের সাড়া জাগিয়ে যাচ্ছে, এই বিভাগগুলোর মধ্যে একটি বিভাগ হলো **"ফয়যানে মদীনা মজলিশ (মাদানী মারকায)"**। যার উদ্দেশ্য মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনা **দা'ওয়াতে ইসলামী**র ব্যবস্থাপনাকে শরয়ী ও সাংগঠনিক মূলনীতি অনুযায়ী চালানো। এই মজলিশের অধিনে পরিচালিত প্রায় সকল কাজ ওয়াকফের সম্পদের সাথে সম্পর্কীত এবং এই বিষয়টি এই মজলিশকে আরো সংবেদনশীল হওয়ার প্রতি তাৎপর্যপূর্ণ করে, অতএব এই মজলিশে ভালো ভালো নিয়্যতে দ্বীনের খেদমতে রত ইসলামী ভাইদের জন্য বরকত এবং মহান সাওয়াবের বড়ই আশা রয়েছে। এই বিভাগের অধিনে মসজিদের ব্যবস্থাপনা, ইমামদের প্রশিক্ষণ ও নিয়োগ, আল মদীনা লাইব্রেরীর আদলে অধ্যয়ন করার আগ্রহ

পোষনকারীদের জন্য সুন্দর ও শান্ত পরিবেশ প্রদান করার চেষ্টা, এছাড়াও মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনায় বিদ্যমান অনেক বিভাগ যেমন; ওলামায়ের কিরামের বিভাগ জামেয়াতুল মদীনা, হাফিযদের বিভাগ মাদরাসাতুল মদীনা, দারুস সুন্নাহ এবং বিভিন্ন সময়ে হওয়া বিভিন্ন কোর্সের ব্যবস্থাপনার কাজে খেদমতের ন্যায় মহান মাদান কাজের সৌভাগ্য অর্জন হয়ে থাকে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

নাত পরিবেশনের আদব

হে আশিকানে রাসূল! আসুন! **"বান্দার হক সম্পর্কীত সতর্কতা"** পুস্তিকার ১৭নং পৃষ্ঠা থেকে নাত পরিবেশনের কয়েকটি আদব শ্রবন করি। আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বলেন: ✯ উত্তম হচ্ছে যে, মহল্লায় স্পিকার ছাড়াই নাত পরিবেশন করা। ✯ নিজের আগ্রহ ও উদ্দীপনার কারণে মহল্লাবাসীদের কষ্ট না দেয়া। ✯ অনেক শিশুর ঘুম খুবই কাঁচা হয়ে থাকে, তারা সামান্য আওয়াজও সহ্য করতে পারে না, সাথেসাথেই কান্না শুরু করে দেয়, যার কারণে পরিবারের লোকদের খুবই পেরেশানি সহ্য করতে হয়। ✯ ঘরে এরূপ রোগীও থাকে, যে বেচারারা ঘুমের ঔষধ খেয়ে বিছানায় পরে থাকে। ✯ শিক্ষার্থীদের সকালে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এবং অন্যান্যদের কাজকর্মে যেতে হয়। ✯ এমতাবস্থায় যদি মহল্লায় **"সাউন্ড সিস্টেমে"** উচ্চ আওয়াজে মাহফিল অব্যাহত থাকে তবে অসহায় ও রোগীদের কঠোরভাবে মনে কষ্ট পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ✯ অধিকাংশ লোক ভদ্রতা বা ইজতিমা পরিচালনাকারীদের প্রভাব প্রতিপত্তির কারণে ভয়ে চুপ করে থাকে।

ঘোষণা

নাত পরিবেশনের অবশিষ্ট আদব তারবিয়্যতি হালকায় বর্ণনা করা হবে, সুতরাং তা জানতে তারবিয়্যতি হালকায় অবশ্যই অংশগ্রহণ করুন।

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৫১ পৃষ্ঠা)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।" **(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)**

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। (আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللّٰهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে।"

(আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়।" (আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস ৩০)

(১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَى اللّٰهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُمَا থেকে বর্ণিত, **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "এ দোয়া পাঠকারীর জন্য সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন।"

(মাজমাউয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, ১০/২৫৪, হাদীস ১৭৩০৫)

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْم

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ পাক** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ পাক** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

ফরমানে মুস্তাফা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم: যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো। **(তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)**